

## সূরা আল আন্ফাল-৮ ও সূরা আত তাওবা-৯ (হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

### শিরোনাম, অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও সূরা দু'টির মধ্যে সম্পর্ক

যদিও সাধারণত মনে করা হয় এ সূরা দু'টির প্রথমটিই আল আন্ফাল নামে পরিচিত, আসলে কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটি দু'টি প্রধান অংশে বিন্যস্ত হয়েছে, যার এক অংশের নাম আন্ফাল এবং অপর অংশের নাম তাওবা। এথেক বুরা যায় সূরা তাওবা বা বারাআত কোন আলাদা সূরা নয়, বরং সূরা আন্ফালেরই একটি অংশ। সমস্ত কুরআন শরীফে এটি একটি ব্যতিক্রমী দ্রষ্টান্ত যে এ সূরাকে আলাদা অংশে বিভক্ত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা অন্য সূরাগুলো অখণ্ড হিসাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা তাওবা যে কোন আলাদা সূরা নয় বরং সূরা আন্ফালেরই একটি অংশ তা এ থেকেও বুরা যায় যে এর প্রারম্ভে ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’ আয়াত নেই, অথচ এ ‘বিস্মিল্লাহ’ আয়াত সকল সূরার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঐশী ইচ্ছায় প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভেই অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুত বিষয়-বস্তুর দিক থেকে সূরা দু'টির মাঝে এমন গভীর সাদৃশ্য রয়েছে যাতে সাব্যস্ত হয়, সূরা দু'টি আসলে একটি অভিন্ন সূরা। সূরা আন্ফাল ও তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আন্ফাল হিজরতের পরবর্তী ১ম ও ২য় বছরে যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন অবতীর্ণ হয়েছে। বুখারীর (৩৮) মতানুযায়ী হিজরতের নবম বছরে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের অংশসমূহের মাঝে শেষের দিকে সূরা তাওবা বা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে।

### উভয় সূরা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

সূরা আন্ফালে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এক মহান বিজয় দান করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সহায়-সম্পত্তি পরিণামে তাদেরই হস্তগত হবে। সূরা আন্ফালে এর ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর অন্ত প্রজায় বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি প্রদান বিলম্বিত করেন তখন বিরুদ্ধবাদীরা এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্বাসীদের সাথে অথবা হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে থাকে। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো এবং সূরা আন্ফালে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্থ হলো তখন সূরাটির বাকি অংশ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের (অঙ্গীকারকারীদের) উদ্দেশ্যে এতে বলা হয়, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত মুশরিক বা অংশীবাদীদের প্রতি (যাদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল যে ইসলাম পরিণামে বিজয়ী হবে) এক পরিষ্কার ঘোষণা যে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এ বিষয়ে এখন দায়মুক্ত। অতএব তোমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চারমাস কাল পরিভ্রমণ করে দেখ এবং জেনে রাখ তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের লাজ্জিত করে থাকেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কুরআনের কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য ঘোষণাটিকে এ অর্থে বুঝাতে চেয়েছেন, অংশীবাদীদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি হয়েছিল এর সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য এটা ছিল একটি বিজ্ঞিপ্তিস্বরূপ। এটার মেয়াদ ছিল চারমাস, যার পর তাদের সাথে চুক্তির সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করা হবে। কিন্তু পূর্বাপর বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে আলোচ্য ঘোষণাটির এ ধরনের অর্থ করা সমীচীন মনে হয় না। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকারকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথাই যদি উক্ত ঘোষণার দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর সাথে এই কথা বলার কোন অর্থ হয় না যে তোমরা চারমাস কাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে দেখ আল্লাহর পরিকল্পনাই পরিণামে কার্যকরী হয়েছে কিনা? একটি মৈত্রী-বন্ধন বা চুক্তি ছেদ হওয়ায় স্বত্বাবতই তখন কাফিরদের জন্য অবস্থা প্রতিকূল ছিল এবং এমন অবস্থায় সামান্য অবকাশ পাওয়া গেলে সকলেই নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কেউই দেশভ্রমণের জন্য বের হবে না। তা ছাড়া উক্ত আয়াত যদি বর্তমান চুক্তিসমূহের সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেই সমস্ত অংশীবাদী যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দেয়ার কথাই বুঝিয়ে থাকে তাহলে এর পরবর্তী আয়াতের অর্থ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেননা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কারভাবে বল হয়েছে, সেই সমস্ত মুশরিক যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করতে হবে এবং চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না। এ থেকে পরিষ্কার বুরা যায়, সূরা তাওবা'র প্রথম আয়াতে ‘আল্লায়ীনা আহাতুম’ বলে পারম্পরিক অঙ্গীকারের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে তা কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা সম্বন্ধ ছিল না, বরং মুসলমান এবং অংশীবাদী উভয়েই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্পর্কে যে ঘোষণা উদ্ভৃত করেছিল, সেই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পক্ষে সূরা আন্ফালে এ কথা বলা হয়েছে, মুসলমানদের মোকাবিলায় অঙ্গীকারকারীরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হবে। অপরপক্ষে অঙ্গীকারকারীরা এ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে ইসলাম একদিন নির্মূল হবে এবং মুসলমানদের সহায়-সম্পদ সবই তারা অধিকার করে নিবে। মুসলমান ও কাফিরদের এ

পরম্পরাবিরোধী ঘোষণাকেই রূপকভাবে পূর্বোক্ত আয়াতে ‘আহাদ’ বা চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা নিজেরাই দেশের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে দেখুক যে সূরা আন্ফালে ইতোপূর্বে তাদের ধ্বন্সাত্মক পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা সত্ত্বে পরিণত হয়েছে কি না। অতএব প্রত্যক্ত কথা হলো সূরা তাওবা হচ্ছে সূরা আন্ফালে যে মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এর পরিপূর্ণতার ঘোষণা মাত্র এবং তাই এটি কোন আলাদা সূরা নয়। সংক্ষেপে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের দিক বিবেচনা করে সূরা দু'টিকে একই সূরা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তাই যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, বদর যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন সূরা আন্ফাল অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং এর মাঝে কাফিরদের ধ্বন্সাত্মক পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অতঃপর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যখন মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের শেষ মোকাবিলা হয় তখন সূরা তাওবা বা বারাআত অবর্তীর্ণ হয়, যাতে সূরা আন্ফালে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মুসলমানদের অগ্রগতির এক নববুগের সূচনা হয়।

### সূরা দু'টির বিষয়বস্তু

সূরা আন্ফালের শুরুতেই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা এক বিরাট বিজয় লাভ করবে এবং যুদ্ধলক্ষ অনেক সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এ ধরনের যুদ্ধ আল্লাহ তাআলার নির্দর্শন এবং একে কেউ যেন পার্থিব উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে মনে না করে। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাহসিকতার সাথে জেহাদ করতে হবে এবং নিজেদের শক্তি বা সংগঠনের জন্য তারা যেন কোন অবস্থায় দাঙ্কিত না হয়। অন্য দিকে শক্রদের সংখ্যাধিক্য বা প্রাক্রমের জন্যও তারা যেন ভীত না হয়। তাদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুগত হতে হবে এবং তারা যদি সর্ব অবস্থাতে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয় তাহলে তারা অবশ্যই সফলতা লাভ করবে এবং শক্রের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা হয়েরত মুহাম্মদ (সা): কে মক্কাবাসীদের গোপন ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। সূরাটিতে অতঃপর বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও সমর শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গর্বিত, নিজেদেরকে তারা সৎ পথে আছে বলেই মনে করে, এমনকি তাদের দৃষ্টিতে যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাতও তারা কামনা করে, এই ধরনের দৃঢ়সংকল্পবন্ধ শক্রপক্ষতো সহজে পরাজয় স্থীকার করে না। অতঃপর তাদের মিথ্যাবাদিতার ঘটনাবলীকে সূরাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, কাফিরদের কথা ও কাজের অসংগতি এটাই প্রমাণ করে যে তাদের ধর্মবিশ্বাস শুধুমাত্র বুদ্ধিভূতির দাসত্ত, হৃদয়ের গভীরে এর কোন স্থান নেই। মুসলমানদেরকে অতঃপর এ ঐশ্বী ওয়াদা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, তারা যে যুদ্ধে লিঙ্গ রয়েছে এর পরিণাম তাদের জন্য শুভ হবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রচেষ্টায় তারা সফলতা লাভ করবে। অবশ্য এজন্য তাদের এক যথাযথ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ও প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা এবং কাজকর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করতে হবে।

সূরাটিতে অতঃপর সক্ষি বা চুক্তির পরিব্রাতার উপর আলোকপাত করে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, কাফিররা প্রায়ই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, কিন্তু এজন্য মুসলমানরা যেন তাদের নিজস্ব চুক্তিভঙ্গে অনুপ্রাণিত না হয়। কাফিরদের বিশ্বাসভঙ্গের জবাবে তাদেরকেও অনুরূপ প্রতিশোধ নিতে হবে, নতুন বা এজন্য তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাদের মন হতে এ ভুল ধারণা নিরসন করতে হবে। মুসলমানদেরকে বরং সতর্কতার সাথে মৈত্রী চুক্তি বজায় রাখার জন্য সব সময় প্রচষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য এজন্য তারা তাদের যথাযথ সমর প্রস্তুতিকে যেন একদম বন্ধ না রাখে। তাদেরকে আরো বলা হয়েছে, বিবাদকালীন সময়েও কাফিররা যদি শাস্তি-প্রস্তাৱ দেয় তাহলে সেই প্রস্তাৱ যেন প্রত্যাখ্যান করা না হয়। কেননা এ প্রকার শাস্তি-প্রস্তাৱ ভঙ্গ করে পুনৰায় যদি শক্রতা শুরু করে তাহলে মুসলমানরা এ জাতীয় বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ নির্দেশ প্রসঙ্গে হৃদয়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মুসলমানদের সাথে এক মৈত্রী-চুক্তি ভঙ্গ করেছিল অঙ্গীকারকারীরা এবং যার পরিণামে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানদের আরো বলা হয়েছে, অনেক যুদ্ধবন্দী তাদের হস্তগত হবে এবং এসব যুদ্ধবন্দীর সাথে তাদের সম্বন্ধহার করা উচিত হবে।

সূরা আন্ফালে মুসলমানদের বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, এর পরিপূর্ণতাসূচক ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা তাওবা বা বারাআত। এর প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানরা এখন সারা আরবের অধিপতি। কাজেই কাফিররা এখন আরবের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে দেখুক, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত আরবে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে কাফিরদেরকে বারাবার মুসলমানদের সঙ্গে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গ করবার জন্য তিরক্ষার করা হয়েছে এবং মুসলমানরা তাদের সঙ্গে যেন আর কোন নতুন সন্ধি-চুক্তিতে আবন্ধ না হয় সেজন্য সতর্ক করা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে এ অভয়বাদী দেয়া হয়েছে, অঙ্গীকারকারীদের সাথে মৈত্রী-বন্ধন না থাকলেও মক্কার উল্লতিকে কেউই প্রতিহত করতে পারবে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী। অতঃপর মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, আরব বিজয়ের পর আর কোন যুদ্ধ-বিহু হবে না এবং তারা পরম নিশ্চিতে থাকতে পারবে এমন যেন তারা মনে না করে। বরং খৃষ্টানদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে একাধিক যুদ্ধবিহু সংঘটিত হবে এবং যেহেতু

তারা অংশীবাদী বা মুশরিক জাতি, সেহেতু তারা কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যিকারের একত্র প্রতিষ্ঠিত হোক তা সহ্য করবে না। তদুপরি তারা নৈতিকভাবে অধঃপতিত জাতি। কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় রত রয়েছে। এমতাবস্থায় কোন খণ্টান সরকারই চাইবে না, তাদের পাশাপাশি সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। এমন হলে তাদের প্রজা সাধারণ হয়তো তা দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং আল্লাহর ঘোষিত পরিব্রত বস্তু বা বিষয়ের ওপর যথাবিহিত সমানপূর্বক মুসলমানরা যেন খণ্টানদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যেহেতু সূরা তাওবা বা বারাআতের প্রথম ৩৭ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের মাঝে কিছুটা বিরতি ছিল, তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমাংশের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাবুক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং যেভাবে পূর্বোন্নেতি ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, এর কথাও বলা হয়েছে। যেসব মুনাফিক ও দুর্বল বিশ্বাসী পরাক্রমশালী কাইজারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে তিরক্ষার করা হয়েছে। তাদের নৈতিক দুর্বলতাকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে, মু'মিনরা যেন তাদের সাহায্য কামনা না করে। কেননা তাদের সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাইজারের মোকাবিলায় বিজয় দান করবেন (এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সূরা রূম এবং সূরা আল ফাতহ এ আলোচিত হয়েছে)। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মুনাফিকদের ঘড়যন্ত্রের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। সুরাটির শেষাংশে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের ঘড়যন্ত্র কিংবা কাফিরদের প্রভৃতি ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও হয়রত মুহাম্মদ(সাঃ) ঐশী সাহায্যে তাঁর লক্ষ্যে সাফল্য লাভ করবেন। কেননা আল্লাহ 'মহান আরশের অধিপতি' এবং তিনি (সাঃ) সেই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

## সূরা আল আনফাল-৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৭৬ আয়াত এবং ১০ রূপুণ

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্ণণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। তোমাকে যুদ্ধলোক সম্পদ সম্বন্ধে<sup>১০৯২</sup> জিজেস করে । তুমি বল, ‘যুদ্ধলোক সম্পদ আল্লাহ<sup>۴</sup> ও তাঁর রসূলের<sup>۵</sup>’ অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমদের নিজেদের মাঝে (বিরোধের) নিষ্পত্তি করে নাও । আর তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে ‘আল্লাহ<sup>۶</sup> ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ।

৩। \*মু'মিন কেবল তারাই (যাদের সামনে) আল্লাহর (নাম) শ্বরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে<sup>۷</sup> এবং তাঁর আয়াতসমূহ যখন তাদের পড়ে শুনানো হয় তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে ।

৪। (এ ছাড়াও প্রকৃত মু'মিন তারাই) \*যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা \*দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) তারা খরচ করে ।

৫। \*এরাই সত্যিকার অর্থে মু'মিন । এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয়্ক ।

৬। সুতরাং<sup>১০৯৩</sup> মু'মিনদের এক দলের অপচন্দ করা সত্ত্বেও<sup>১০৯৪</sup> তোমার প্রভু-প্রতিপালক সঙ্গত উদ্দেশ্যে<sup>১০৯৫</sup> তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন ।

দেখুন : ক. ১৪১; খ. ৩৪৩৩; ৪৬০; ৮৪৪৭; ১৪৭১; ২৪৪৫৫; গ. ২২৪৩৬; ঘ. ৯৪১২৪; ঙ. ৫৪৫৬; ৯৪৭১; ২৭৪৪; ৩১৪৫; ৭৩৪২১; চ. ২৪৪; ছ. ৮৪৭৫ ।

১০৯২। ‘আনফাল’ দ্বারা সকল মালে-গনিমত (যুদ্ধ-লোক সম্পদ) এবং অন্যান্য সুবিধাদি বুৰায় যা মুসলমানরা আল্লাহ<sup>۶</sup> তাআলার দানকর্পে বিনা পরিশ্রমে অর্জন করে (মুফরাদাত) । এ আয়াত অনুরূপ অর্জিত ‘মালে-গনিমত’ বিলি বটনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত নয় । এর জন্য ৮৪৪২ আয়াত দেখুন । বর্তমান আয়াত কেবল মাত্র বদরের বিজয়ের পর যে সকল ‘মালে-গনিমত’ মুসলমানদের হাতে পড়েছিল সেই সম্পর্কিত ।

১০৯৩। সাধারণত ‘মত বা সদৃশ’ অর্থে ব্যবহৃত ‘কামা’ শব্দ কোন কোন সময় ‘এ জন্য’, ‘যেমন’ বা ‘তদুপ’ বা ‘অনস্তর’ বা ‘যেহেতু’ ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (মুহিত) । যদি ‘মত’-এ সাধারণ অর্থে একে নেয়া হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ হতে পারতো – ‘আল্লাহ<sup>۶</sup> তাআলা তাঁর বাদ্দা বা দাসগণকে বিজয় ও মালে-গনিমত দান করেছিলেন এবং সম্মানজনক সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার প্রদান করেছিলেন যেরূপে তিনি করেছিলেন তখন, যখন তোমাকে তিনি তোমার গৃহ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন ইত্যাদি’ ।

يَشْرِيفَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ①

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالِ ۖ قُلِ الْأَنْقَالُ  
إِلَيْهِ وَالرَّسُولُ ۖ ۚ قَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا  
ذَاتَ بَيْتِنَاكُمْ ۖ وَأَطْبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ②

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ  
وَجْلَدُتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ  
أَيْتُهُ زَادُتْهُمْ إِيمَانًا ۖ وَعَلَى رَبِّهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ ③

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
دَرَّفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ④

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَهُمْ  
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  
كَرِيمٌ ⑤  
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ إِلَى الْحَقِّ  
وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ⑥

৭। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর তারা (অর্থাৎ কাফিররা) সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে<sup>১০৯৬</sup> এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা (তা) চেয়ে চেয়ে দেখছে।

৮। আর (শরণ কর সেই সময়কে) ‘আল্লাহ তোমাদেরকে যখন দুর্দলের<sup>১০৯৭</sup> একটিকে তোমাদের দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন এবং তোমরা নিরস্ত্র দলটিকে<sup>১০৯৮</sup> পেতে চাচ্ছিলে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও কাফিরদের মূলোচ্ছদ করতে চাচ্ছিলেন,

يُجَاهِ لُؤْلَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ  
كَانَمَا يُسَاسًا قُوَّةً إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ  
يَنْظُرُونَ<sup>১</sup>

وَإِذْ يَعْدُ كُمُ اللَّهُ أَحَدُ الطَّائِفَتَيْنِ  
أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ آنَّ غَيْرَهُمْ  
الشُّوَكَّةَ تَكُونُ كُمْ وَبِرِيدُ اللَّهِ  
آنَّ يُحِقَّ الْحَقَّ بِعَلِمِتِهِ وَيَقْطَعَ  
دَارِ الْكُفَّارِينَ<sup>১</sup>

দেখুন : ক. ৮৪৪৩।

১০৯৪। মুসলমানরা মদীনা থেকে বাইরের দিকে যখন এগিয়ে চললো তখন তারা জানতো না, তাদেরকে মক্কার সুসজ্জিত ও সুনিপুণ সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলা করতে হবে। সেজন্য তারা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। অতএব পথে তারা যখন জানতে পারলো মক্কা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তখন তারা উৎকৃষ্টিত হয়ে নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন ঘটনার প্রকৃত অবস্থা তিনি পূর্বে কেন বলেননি যাতে তারা শক্তর মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসতে পারতেন। এ দুশ্চিন্তা তাদের নিজেদের জন্য ছিল না, বরং আঁ হ্যরত (সাঃ) এর নিরাপত্তার জন্য ছিল। তাদের অপ্রস্তুতির কারণে নবী করীম(সাঃ) প্রকাশ বিপদের মুখে পড়ুন এটা তাদের নিকট অসহনীয় ছিল। এ আয়াতে তোমাকে ‘তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন’ স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে যে আল্লাহ তাআলা, যাঁর ইচ্ছানুযায়ী আঁ হ্যরত(সাঃ) মুমিনগণকে মক্কাবাহিনীর সাথে সাক্ষাত- যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়ার সংবাদ পূর্বাঙ্গে দেননি, তাকে কখনো অরক্ষিত রাখবেন না। মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য ভীত ছিলেন না। তারা অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ মানুষের রক্ত বারাতে তারা পছন্দ করেননি এবং বিশেষ কারণ এ ছিল যে রসূল করীম (সাঃ) ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মুখে এসে গিয়েছিলেন।

১০৯৫। ‘বিলহাকে’ অর্থ সৎ বা সাধু উদ্দেশ্য। এ আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত।

১০৯৬। কোন কোন তফসীরকারকের ভাস্তু ধারণা হলো, এ আয়াতে মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আয়াত অঙ্গীকারকারীদের প্রতি ইংগিত করছে। ইতিহাসে আদৌ এমন কোন প্রমাণ নেই, নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণ শক্রদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন প্রকার বাক-বিতঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন। পক্ষান্তরে বর্ণিত আছে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ হ্যরত (সাঃ) যখন তাঁদের নিকট পরমর্শ চাইলেন তখন তারা সকলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছিলেন এবং এমনকি তিনি যেখানেই নিয়ে যাবেন সেখানেই তারা তাঁর (সাঃ) সাথে যেতে এবং যুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন (হিশাম)। এমনকি কাফিররা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে স্বীকার করেছিল যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে মৃত্যুর অব্যবেক্ষণকারী বলে মনে হচ্ছিল (তাবারী)। এ আয়াতের তাংপর্য এটাই, ইসলামের শত্রু সত্যকে তেমনি ঘৃণা করতো যেমন লোকে মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অতএব মৃত্যু দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

১০৯৭। দুটি দল অর্থাৎ (১) মক্কার নিপুণ সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী যারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল এবং (২) মক্কার বাণিজ্য-সওদাগরী দল যারা উত্তরাঞ্চল থেকে মক্কাভিমুখে ফিরে যাচ্ছিল এবং তারা মোটামুটি অন্ত-সজ্জিত ছিল।

১০৯৮। মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণেই মায়লি বা হাঙ্কা অন্তর্ধারী মরু-যাত্রী সওদাগরীদলের মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুসজ্জিত শক্তিশালী মক্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের অবতীর্ণ হওয়াই আল্লাহ তাআলার অভিথায় ছিল। আল্লাহ তাআলার

৯। <sup>ك</sup>যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক।

لِيَحْقُّ الْحَقُّ وَ يُبْطَلَ الْبَاطِلُ وَ لَوْ  
كَرِهَ الْمُجْرُمُونَ ①

১০। (স্মরণ কর) <sup>ك</sup>তোমরা যখন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সকাতরে সাহায্য চাচ্ছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে (বললেন), ‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সারিবদ্ধ এক হাজার<sup>১০৯৯</sup> ফিরিশ্তা দিয়ে সাহায্য করবো<sup>১০৯৯-ক</sup>।

১১। আর <sup>ك</sup>আল্লাহ এ (সংবাদকে তোমাদের জন্য) কেবল এক সুসংবাদরূপে অবতীর্ণ করেছিলেন, যেন তোমাদের হৃদয় এতে করে প্রশান্তি<sup>১০০</sup> লাভ করে। আর প্রকৃত সাহায্য কেবল

<sup>১</sup> [১১] ১৫ আল্লাহর পক্ষ থেকেই (এসে থাকে)। নিচ্য আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

إِذْ تَشْتَغِلُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ  
رَبُّكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِالْفِيْنَ  
الْمَلِئَكَةَ مُرْدِفِيْنَ ②

وَ مَاجَعَلَهُ اِلَّا بُشْرًا وَ لَتَطْمَئِنَّ  
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ③

১২। (স্মরণ কর) <sup>ك</sup>তিনি যখন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করে তোমাদেরকে এক তন্ত্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন<sup>১০১</sup> এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করেছিলেন যেন এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের কাছ থেকে শয়তানের<sup>১০২</sup> অপবিত্রতা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে দেন এবং যেন এ (বৃষ্টির) মাধ্যমে তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ়<sup>১০৩</sup> করে দেন।

إِذْ يُعْقِشِيكُمُ الْثَّعَاسَ آمَنَّهُ مِنْهُ وَ  
يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا  
لَيْطَهَرُ كُمْ بِهِ وَ يُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ  
الشَّيْطِينِ وَ لَيَرِبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ  
يُنَقِّيَ سِوَا لَأْقَدَّا مَ ④

দেখুন : ক. ১০৮৩; খ. ৩৪১২৪; গ. ৩৪১২৭; ঘ. ৩৪১৫৫।

এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফিরদেরকে সমূলে উৎপাটিত করা। আরো দেখুন ৩৪১৪ এবং ৮৪৪২-৪৫ আয়াত।

১০৯৯। ৯৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯৯-ক। একে অন্যের অনুসরণকারী।

১১০০। দেখুন টীকা ৪৭৪।

১১০১। আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১০২। ‘শয়তান’ শব্দের তাংগর্য এখানে পিপাসার কষ্টও হতে পারে এবং একে ‘শয়তান আল ফালাত’ অর্থাৎ মরজ্বুমির শয়তান বলা হয়। ২৫৩৫৬-টীকা দ্রষ্টব্য। শক্ররা পূর্বাহেই পানির স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানদের স্বাভাবিক কারণেই এ ভয় হয়েছিল যে পানির অভাবে তারা খুবই কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। উক্ত শব্দের মর্ম শয়তানের বন্ধু ও সংগী-সাথীকেও বুঝাতে পারে।

১১০৩। মুসলমান সৈন্যরা বালুকাময়স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল এবং মকার শক্র সেনারা শক্ত মাটিতে শিবির গেড়েছিল। সময়মত বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মুসলমানদের অবস্থানস্থলে বালি জমে শক্ত হয়ে গেল এবং শক্রপক্ষের অবস্থানস্থলের মাটি পিছিল হয়ে গেল।

১৩। (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্তাদের প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলেন, ‘নিশ্য আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদের দৃঢ়তা দাও। যারা অস্বীকার করেছে অবশ্যই আমি তাদের অন্তরে ত্রাসের সংগ্রাম করবো। সুতরাং তোমরা (তাদের) ঘাড়ে<sup>১০৪</sup> আঘাত কর এবং তাদের গিরায় গিরায় আঘাত হান।’

১৪। <sup>ك</sup>এর কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ঘোর বিরোধিতা করেছে। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত) নিশ্য আল্লাহ্ শান্তি প্রদানে কঠোর।

১৫। <sup>خ</sup>এই-ই হলো তোমাদের (শান্তি)। অতএব তোমরা এর স্বাদ ভোগ কর। আর (জেনে রাখ) নিশ্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে আগন্তের আয়াব।

১৬। হে যারা ঈমান এনেছ! <sup>গ</sup>তোমরা যখন এক বাহিনীর পেকাফিরদের মুখোমুখি হও তখন তোমরা কখনো তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালিও না<sup>১০৫</sup>।

১৭। কেবল রণকৌশলের অংশ হিসেবে স্থান পরিবর্তন বা (নিজেদেরই) কোন এক দলের সাথে<sup>১০৬</sup> একত্র হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যে-ই সেদিন তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালাবে নিশ্য সে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে ক্রেত্বগ্রস্ত হবে এবং তার ঠাঁই হবে জাহানাম। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

إِذْ يُوحَنِي رَبُّكَ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَ مَكَمْكُمْ  
فَشَتَّى وَا لَذِينَ أَمْنُوا وَسَأَلُقَنِي فِي  
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ  
فَاضْرِبْ بُوَافَّوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ بُوَ  
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَائِنٍ<sup>১০৩</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  
مَنْ يُشَكِّ قِيقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
شَرِيدُ الْعَقَابِ<sup>১০৪</sup>

ذَلِكُمْ فَدُوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكُفَّارِينَ  
عَذَابَ النَّارِ<sup>১০৫</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمْ  
أَلْأَذْبَابَ<sup>১০৬</sup>

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ كَلَّا لَّا مُتَحَرِّفًا  
لِّقَتَالٍ أَوْ مُتَحَيَّزًا إِلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ  
بِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَآوِهُ جَهَنَّمُ وَ  
بِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>১০৭</sup>

দেখুন : ক. ৬:১১৬; ৪৭:৩৩; ৫৯:৫; খ. ২২:২৩; ৩৪:৪৩; গ. ৮:৪৬; ৪৭:৫।

১১০৪। ঘাড়ের উর্দ্বাংশ, যা মাথার নিম্নাংশের সংলগ্ন, এ অংশকে তরাবারির আঘাতের জন্য অতি সহজভেদ্য মনে করা হয়।

১১০৫। মুসলমাদেরকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। তারা জয়লাভ করবে অথবা মৃত্যু বরণ করবে। তাদের জন্য তৃতীয় কোনও পথ খোলা নেই।

১১০৬। এ আঘাত নির্ধারণ করেছে এবং বর্ণনা করেছে, কী কী পরিস্থিতিতে শক্তির সংস্কে যুদ্ধে লিঙ্গ সৈনিকদের জন্য আপাত পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাহার করার অনুমতি রয়েছে : (ক) রণ-কৌশলগত কারণে, যখন যুদ্ধলিঙ্গ সৈন্য বাহিনী শক্তির মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করতে চায় অথবা অধিকতর সুবিধাপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে চায়, (খ) বাহিনীর কোন অংশ পশ্চাতে হটে গিয়ে যুদ্ধের সুবিধার্থে মূল-বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য অথবা এমন অন্য আর এক মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য যারা তখনো যুদ্ধে লিঙ্গ হ্যানি।

★ ১৮। অতএব তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি যখন (হে মুহাম্মদ! তাদের প্রতি কাঁকর) নিষ্কেপ করেছিলে (তা) তুমি নিষ্কেপ করনি, বরং আল্লাহই নিষ্কেপ করেছিলেন<sup>১০৭</sup>। আর (এর উদ্দেশ্য ছিল) তিনি যাতে নিজ পক্ষ থেকে মুমিনদের এক উত্তম পরীক্ষা গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

১৯। এ হলো (প্রকৃত ঘটনা)। আর (এও সত্য যে) নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের কৌশল দুর্বল করে দিয়ে থাকেন।

১৬  
[১]

২০। \*তোমরা (অর্থাৎ হে কাফিররা!) বিজয়ের<sup>১০৮</sup> নির্দশন যদি চেয়ে থাক তবে সে বিজয়ের নির্দশন নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসে গেছে। আর (হে কাফিররা!) তোমরা বিরত হলে (তা) তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কিন্তু তোমরা (দুর্ক্ষর্মের) পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো এবং তোমাদের দলবল সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর (জেনে রাখ) আল্লাহ নিশ্চয় মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

২১। হে যারা ঈমান এনেছ! \*তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা (তাঁর আদেশ) শুন সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

২২। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না \*যারা বলে ‘আমরা শুনেছি’ অথচ তারা শুনে না।

দেখুন : ক. ৩২:২৯; খ. ৩১:৩৩; ৪:৬০; ৮:৪৭; ২৪:৫৫; গ. ২:৯৪; ৪:৪৭।

১১০৭। বদরের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দক্ষতা এবং শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিরুদ্ধবাদীদের এক বিরাট সংখ্যাধিক্য, সুসজ্জিত এবং রংগকৌশলে নিপুণ সেনাবাহিনীর হাত থেকে বিজয় গৌরব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মুসলমানবাহিনী তুলনামূলকভাবে ছিল স্বল্প সংখ্যক, দুর্বল এবং অসম্পূর্ণভাবে অন্ত সজ্জিত। এর মাঝে এবং হয়রত মুসা (আঃ) এর লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করার মাঝে এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। মুসা (আঃ) এর লাঠির আঘাতে যেমন বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এবং সমুদ্রের ভরা জোয়ারের প্রত্যাবর্তনের সংকেত ছিল। এতে ফেরাউন তার দলবলসহ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তেমনিভাবে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এক মুষ্টি কক্ষের নিষ্কেপে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সংকেত ছিল যার মাঝে আবু জাহল, যাকে রসূল করীম (সাঃ) তাঁর জাতির ফেরাউন আখ্যায়িত করেছিলেন, তার মস্ত বড় দল মরণভূমিতে ধ্বংসপ্রাণ হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রে প্রাক্তিক শক্তির দ্রিয়া বিশেষ ঐশ্বী-নিয়মের অধীনে আল্লাহ তাআলার দু' নবীর কার্যের সংগে সংঘটিত হয়েছিল।

১১০৮। অবিশ্বাসীরা আঁ হয়রত (সাঃ) এর নিকট বিজয়কে ঐশ্বী-মীমাংসারূপে দেখতে চেয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে যে ঐশ্বী-মীমাংসা যেভাবে তারা চেয়েছিল ঠিক সেভাবেই এসেছে।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ  
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ رَبُّكَ رَبُّ الْمَيِّتِ وَلِكِنَّ اللَّهَ  
رَحِيمٌ وَلِيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ  
بِلَالٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

ذِلِّكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ  
الْكُفَّارِينَ

إِنَّ تَشْتَتَ فِتْحُهُ أَقْدَ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ  
وَإِنَّ تَشْتَمُوهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنَّ  
تَعُوذُونَ نَعْذُ ذَلِكَ تُغْنِيَ عَنْكُمْ  
فَيَتَكَبَّمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُؤْمِنِينَ

﴿

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِبُّعُوا اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ وَلَا تَشَوُّلُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ  
تَشْمَعُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَاتَلُوا سَيِّئَاتَهُ  
هُمْ لَا يَشْمَعُونَ

২৩। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্রিক্ষ জীব হলো সেই বধির ও বোবারা, যারা কোন বিবেকবুদ্ধি খাটায় না ।

২৪। আর আল্লাহ তাদের মাঝে যদি ভাল কোন কিছু দেখতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদেরকে (এ কুরআন) শুনিয়ে দিতেন। আর তাদেরকে যদি (তা) শুনিয়েও<sup>১১০</sup> দেয়া হতো তবুও তারা অবশ্যই উপেক্ষা করে ফিরে যেত ।

২৫। হে যারা ঈমান এনেছ! <sup>খ</sup> তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে<sup>১০৯-ক</sup> সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত<sup>১১০</sup> করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়। আর জেনে রাখ, মানুষ ও তার হন্দয়ের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহ বিরাজমান<sup>১১০-ক</sup> এবং (এও জেনে রাখ) তাঁরই সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে ।

২৬। আর তোমরা <sup>গ</sup> সেই বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হও যা তোমাদের মাঝে যারা অন্যায় করেছে কেবল তাদেরকেই আঘাত করবে না<sup>১১১</sup>। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর ।

২৭। আর স্মরণ কর তোমরা যখন (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, দেশে দুর্বল বলে গণ্য হতে (এবং) লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে

দেখুন : ক. ৮৪৫৬; ৯৮৪৭; খ. ৪৪৬০; ৮৪৪৭; ২৪৪৫৫; গ. ১১৪১১৪ ।

১১০৯। “তাদেরকে যদি (তা) শুনিয়েও দেয়া হতো” উক্তির মর্যাদ হলো, তাদের বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যদি সত্য গ্রহণে বাধ্য করতেন তাহলেও তাদের অন্তর অপরিবর্তিতই থেকে যেত এবং কখনো প্রকৃত মুসলমান হতো না ।

১১০৯-ক। সে বা তিনি সর্বনাম দ্বারা আঁ হ্যরত (সাঃ)কে বুঝায়। কেননা আল্লাহর রসূলই প্রকৃতপক্ষে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলার আহ্বানও তাঁর প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথবা সে বা তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল উভয়ের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে আরোপিত হতে পারে, অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আহ্বান করেন বা যখন আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করেন।

১১১০। ‘সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে’- বাক্যাংশটি যখন আল্লাহ তাআলার কোন নবীর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তা রূপক অর্থে বা আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হয় ।

১১১০-ক। ‘মানুষ ও তার হন্দয়ের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহ বিরাজমান’-এ উক্তির দ্বারা এটাই বুঝায়, মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ তার হন্দয়ের ওপর নেই। কাজেই সে অন্তরকে তার হস্ত মানতে বাধ্য করতে পারে না। এর অর্থ এও হতে পারে যে প্রত্যেকেরই ঐশ্বী আহ্বান শ্রবণে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং সাড়া দেয়া কর্তব্য। কেননা সেই ব্যক্তি যদি গড়িমসি বা বিলম্ব বা অপেক্ষা করে তাহলে অচিন্তনীয় পরিস্থিতি প্রতিবন্ধকরণে তার অন্তরকে কঠিন বা মরিচা-পূর্ণ করে দিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি তখন তা অর্থাৎ ঐশ্বী আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারে ।

১১১১। নিজেদেরকে ভাল করাই যথেষ্ট নয়। আমরা ততক্ষণ নিরাপদ নই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পরিবেশকে সংশোধন করতে না পারি। লেলিহান অগ্নি পরিবেষ্টিত আবাসস্থল যে কোন মুহূর্তে (আগুনের) শিকারে পরিণত হতে পারে ।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِثِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُمُ  
الْبُحْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ<sup>১১</sup>

وَلَوْعِدَمَا اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ  
وَلَوْأَشْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُغْرِضُونَ<sup>১২</sup>

يَا يَا إِلَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اسْتَجِيبُوا بِإِلَهِ  
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءَةِ  
قَلِيمَهُ وَأَنَّهَا إِلَيْهِ تُخْشِرُونَ<sup>১৩</sup>

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ  
ظَلَمُوا وَمِنْكُمْ حَاسَّةٌ  
اللَّهُ شَرِيدُ الْعِقَابِ<sup>১৪</sup>

وَإِذْ كُرِّهَ إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّشَتَّضُفُونَ  
فِي الْأَرْضِ تَحْمِلُونَ أَنْ يَتَنَاهَفُوكُمْ

যাবে বলে ভয় করতে, তখন তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন  
এবং তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তি যোগালেন আর উভয়  
সব রিয়্ক তোমাদের দান করলেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ  
হওৱো ।

★ ২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সাথে  
বিশ্বাসঘাতকতা করো না। অথচ তোমরা নিজেদের  
আমানতের ক্ষেত্রে (প্রায়ই) বিশ্বাসঘাতকতা করে থাক এবং  
তোমরা (তা) জান ।

৩[১] ২৯। আর জেনে রাখ, \*তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের  
সন্তানসন্ততি কেবল এক পরীক্ষা এবং (এও জেনে রাখ)  
আল্লাহরই কাছে রয়েছে এক মহা পুরস্কার ।

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! \*তোমরা আল্লাহর তাকওয়া  
অবলম্বন করলে তিনি তোমাদেরকে ‘ফুরকান’ এর (অর্থাৎ  
পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্যের) অধিকারী ।<sup>১১৪</sup> করে দিবেন,  
তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের দোষক্রটি দূর করে দিবেন  
এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহা প্রাচুর্যের  
অধিকারী ।

৩১। আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) কাফিররা যখন  
তোমাকে গৃহবন্দী করে ফেলার বা হত্যা করার বা (মাত্তুমি  
থেকে) বের করে দেয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র  
করছিল। আর \*তারা পরিকল্পনা করছিল এবং আল্লাহ ও  
পরিকল্পনা করছিলেন ।<sup>১১৫</sup>। আর আল্লাহ পরিকল্পনাকারীদের  
মাঝে সর্বোত্তম ।

দেখুন ৪ ক. ৭৪৮৭; ৩১১২৪; ৬৪৪১৬; খ. ১৮৪৬; ৬৪৪১০; ৬৬৪৯; গ. ৩৪৫৫; ২৭৪৫।

১১১২। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেমন তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন যখন তারা দুর্বল ছিল এবং চরম  
ক্ষতিকারক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তেমনিভাবে যখন তারা ক্ষমতার অধিকারী হবে তাদের কর্তব্য হবে দুর্বলকে রক্ষা করা। এ  
আয়াতের মাঝে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে মুসলমান জাতি শৈষ্ঠীয় রাস্তায় ক্ষমতার অধিকারী হবে ।

১১১৩। এ আয়াত মানবের দু'প্রকার আনুগত্যের কথা বলে। প্রথমত আল্লাহ তাআলার এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য যা শতাহিন  
এবং চিরস্থায়ী। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা এবং বসূল তাঁর প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত মানবের স্বজাতির প্রতি  
আনুগত্য যা তাদের প্রতিটি দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে ।

১১১৪। ‘ফুরকান’ অর্থ, (১) যা সত্য এবং মিথ্যা পার্থক্য করে দেখায়, (২) প্রমাণ বা সাক্ষ্য বা যুক্তি, (৩) সাহায্য বা বিজয় এবং  
(৪) প্রভাত (লেইন) ।

১১১৫। এ আয়াত মক্কার ‘দারুণ নাদওয়া’ (পরামর্শ কক্ষ)তে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দিকে ইংগিত করছে। নূতন ধর্মের  
উন্নতিকে স্তুত করে দেয়ার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেখে এবং অধিকাংশ মুসলমান যাদের পক্ষে মক্কা-ত্যাগ করে যাওয়া  
চীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

النَّاسُ فَإِنْ كُمْدَأَيَّدَ كُمْ بِنَصْرٍ وَ  
ذَلِكَمُّنَّ الطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ  
الرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمْنِتِكُمْ وَآتَيْتُمْ  
تَعْلِمُونَ ③

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ  
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
عَظِيمٌ ④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ  
يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ  
سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑤

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ  
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِ بَيْنَ

৩২। আর <sup>‘</sup>আমাদের আয়াতসমূহ যখন তাদের কাছে পড়ে শুনানো হয় তখন তারা বলে, ‘(থামোতো,) আমরা শুনেছি’। (তারা আরো বলে), ‘আমরাও চাইলে এ ধরনের কথা বানিয়ে বলতে পারি’<sup>১১৬</sup>। এ যে কেবল পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী।

৩৩। আর (স্মরণ কর) তারা যখন বলছিল, ‘হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে এটাই সত্য (ধর্ম) হয়ে থাকলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দাও’<sup>১১৭</sup>।

৩৪। আর <sup>‘</sup>আল্লাহ এমন নন যে তুমি তাদের মাঝে রয়েছ অথচ তিনি তাদেরকে আয়াব দিবেন’<sup>১১৮</sup> এবং আল্লাহ এমনও নন যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

৩৫। আর কেনইবা আল্লাহ <sup>‘</sup>তাদেরকে আয়াব দিবেন না, যেক্ষেত্রে তারা মসজিদে হারামের প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক না হয়েও (লোকদেরকে) এ থেকে বাধা দিচ্ছে? <sup>‘</sup>কেবল মুত্তাকীরাই এর (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক। তবে এ (কাফিরদের) অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَاتِلُوا  
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ  
هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ  
الْأَوَّلِينَ<sup>⑩</sup>

وَإِذَا قَاتِلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا  
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ  
عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِنْ تَبَنَّا  
بِعَذَابًا بِإِلَيْهِ<sup>⑪</sup>

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَآتَنَا  
فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ  
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ<sup>⑫</sup>

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ  
يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ  
مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ مَراثِ أُولَيَّاً وَلَا  
الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ<sup>⑬</sup>

দেখুন : ক. ৬৩২৬; ৬৮১৬; ৮৩৪১; খ. ১১৪৪; গ. ২২৪২৬; ঘ. ১০৯৬৩, ৬৪।

স্বত্ত্ব ছিল, তাদেরকে মদীনায় হিজরতের দরুন ক্ষতি সাধনের নাগালের বাইরে চলে যেতে দেখে শহরের সমাজপতিরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য শেষ চেষ্টারপে পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ‘দারুন্ন নাদওয়াতে’ একত্র হয়েছিল। গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা এক ঘড়বন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে কুরায়শদের বিভিন্ন গোত্র হতে যুবকদের একটি দল মিলিতভাবে আক্রমণ করে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আকস্মিক ক্ষিপ্তায় বাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে। গভীর রাত্রে গ্রহরাত শক্ররা যখন তন্ত্রাচ্ছন্ন ছিল, রসূলে পাক (সাঃ) তখন সর্তকভাবে সকলের অলঙ্ক্ষে তাঁর সদাবিশ্বস্ত সাহাবী হ্যরত আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে সওর পর্বতগুহায় আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান।

১১১৬। অবিশ্বাসীরা অহংকার করে বলেছিল, কুরআনের মত গ্রস্ত তারাও রচনা করতে পারে। কিন্তু এটা তাদের একটা ফাঁকা আফ্সালনই থেকে গিয়েছিল। কেননা তারা তা কার্যে পরিগত করে দেখাতে সাহস করেনি। তারা কখনো কুরআনের ক্ষুদ্রতম বা সংক্ষিপ্তম সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না বলে কুরআনের যে চ্যালেঞ্জ তা চির অল্পান হয়েই রয়েছে।

১১১৭। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু জাহল এ আয়াতের কথাগুলোই প্রায় উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেছিল (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)। এ প্রার্থনা আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হয়েছিল। কুরায়শকূলের অন্যান্য অনেক সর্দারসহ আবু জাহল নিহত হয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে খাদে নিষ্কেপ করা হয়েছিল।

১১১৮। হ্যরত নবী করাম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করার পর মক্কাবাসীরা শাস্তি পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রসূল ঐশ্বী-বিপর্যয় বা বিপদাবলীর মুখে এক প্রকার ঢালস্বরূপ হয়ে থাকেন।

৩৬। আর (আল্লাহর) এ গৃহের কাছে তাদের উপাসনা কেবল শিস্ দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘অতএব তোমরা অস্বীকার করার দরুণ আয়াবের স্বাদ ভোগ কর।’

★ ৩৭। যারা অস্বীকার করেছে তারা নিশ্চয় আল্লাহর পথ থেকে লোকদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা তা ব্যয় করে যাবে ঠিকই, কিন্তু (পরিণামে) তা তাদের আক্ষেপের<sup>১১১</sup> কারণ হবে (এবং পরম ব্যর্থতার শোকে পর্যবসিত হবে)। এরপর তাদেরকে (সর্বতোভাবে) পরাভূত করা হবে। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের একত্র করে জাহানামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

৩৮। <sup>ঝ</sup> যেন আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করে দেখান এবং মন্দের একাংশকে আরেক অংশের ওপর রেখে সবটা স্তুপাকারে জমা করেন এবং এ (স্তুপকে) জাহানামে নিক্ষেপ করেন। এরাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত।

৩৯। যারা অস্বীকার করেছে তুমি তাদের বল, ‘তারা বিরত হলে অতীতে যে (অপরাধ) হয়েছে তা তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি (অপরাধের) পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অবশ্যই (তাদের সামনে) রয়েছে।

৪০। নৈরাজ্য অবসান না হওয়া এবং ধর্ম সম্পূর্ণ আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে <sup>ঝ</sup>যুদ্ধ করতে থাক<sup>১১০</sup>। তবে তারা যদি বিরত হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের সূক্ষ্ম দ্রষ্টা।

৪১। আর <sup>ঝ</sup>তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে<sup>১১১</sup> তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই উত্তম অভিভাবক ও কতই উত্তম সাহায্যকারী!

দেখুন : ক. ৩৪১৩; খ. ৩৪১৮০; গ. ২৪১৯৪; ঘ. ৩৪১৫১; ২২৪৭৯; ৪৭৪১২।

১১১৯। এ উক্তির মাঝে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাফিরায় যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিল তা তাদের জন্য মনস্তাপ ও কষ্টের কারণ হবে। কেননা ইসলাম ধর্মকে বিনষ্ট করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করে এর উন্নতিকল্পে এ সম্পদ ব্যয় করবে।

১১২০। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করে যেতে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে পর্যন্ত না ধর্মের নামে নির্যাতন বন্ধ হয় এবং মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন করতে স্বাধীনতা লাভ করে। নিঃসন্দেহে ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার সর্বোত্তম সমর্থনকারী (২৪১৯৪)।

১১২১। এর মর্মার্থ- তারা যদি তাদের প্রতি শাস্তি স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় বিবোধিতা আরম্ভ করে।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا  
مُكَاءِنٌ وَّتَضْرِيَّةٌ، فَذُو قُوَّالْعَدَابَ  
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ<sup>১১২</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ  
لِيَصْدُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْقِضُونَهَا  
شَمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً شَمَّ  
يُغْلِبُونَ هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ  
يُخْشِرُونَ<sup>১১৩</sup>

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْثَى مِنَ الطَّيْبِ وَ  
يَجْعَلَ الْخَيْثَى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ  
فَيَرْكِمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي  
جَهَنَّمَ، أَوْ لِئَلَّا هُمُ الْخَسِرُونَ<sup>১১৪</sup>

فُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُمُوا  
يُغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ هُوَ إِنْ يَعُودُونَ  
فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُ الْأَوَّلِينَ<sup>১১৫</sup>

وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً  
وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُمْ لِلَّهِ فِي أَنْتَهَاهُ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>১১৬</sup>

وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
مَوْلَى كُمْ، نِعْمَةُ الْمَوْلَى وَ نِعْمَةُ  
النَّصِيرِ<sup>১১৭</sup>

৪২। আর তোমরা জেনে রাখ, যুদ্ধলক্ষ বা যে সম্পদই তোমরা  
লাভ কর নিশ্চয় এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ  
ধর্মের কাজের উদ্দেশ্যে) ও এ রসূলের জন্য এবং  
নিকটাত্ত্বায়স্বজন, এতীম, অভাবী ও পথিকদের জন্য<sup>১১২</sup>  
নির্ধারিত। আর তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ এবং  
'ফুরকান' দিবসে<sup>১১৩</sup> (যে দিন) দুই সেনাদলের মুখোমুখি  
সংঘর্ষ হয়েছিল (সে) দিন আমাদের বান্দার প্রতি আমরা যা  
অবতীর্ণ করেছিলাম তাতেও (ঈমান রাখ তাহলে উপরোক্ত  
নির্দেশ পালন কর)। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْرِنَّمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ يَلِهُ خُمُسَةً وَالرَّسُولُ وَرِزْقِي  
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَ  
ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْتَنِمْ  
بِإِيمَانِهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمِيعُونَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>⑩</sup>

★ ৪৩। (শ্বরণ কর) তোমরা যখন (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে  
ছিলে ও তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে এবং (বাণিজ্য) কাফেলা ছিল  
তোমাদের নিচের দিকে। আর তোমাদেরকে (অর্থাৎ যুদ্ধরত  
দুটি দলকে) যদি (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে দেয়া হতো  
তাহলে তোমাদের (নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে)  
তোমরা (সময় নিয়ে) মতভেদ করতে<sup>১১৪</sup>। কিন্তু এটাই  
নির্ধারিত ছিল যে একটি অবধারিত বিষয় সমাধা করার লক্ষ্যে  
আল্লাহ<sup>১১৫</sup> (সময়) নির্ধারণ করবেন যেন তারাই ধ্বংস হয়  
যারা সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হবার যোগ্য এবং  
তারাই টিকে থাকে যারা সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে টিকে  
থাকার যোগ্য। আর নিশ্চয় আল্লাহই সর্বশ্রেতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِذَا أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ  
بِالْعُدْوَةِ الْقُضْوِيِّ وَالرَّكْبُ أَشْفَلَ  
مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خَتَّلَفْتُمْ فِي  
الْمِيقَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ  
مَفْعُولًا لِيَهْمِلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتَنَا  
وَيَخْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْتَنَا وَرَأَ اللَّهُ  
لَسْمِينُ عَلِيهِمْ<sup>⑪</sup>

দেখুন ৪ ক. ৩৪১৭, ১৩৭; খ. ৮৪৭০।

১১২২। এ আয়াত যুদ্ধ-লক্ষ সম্পদ বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করেছে (৮৪২ দ্রষ্টব্য)। এর এক-পঞ্চমাংশ উম্মতের ইমাম বা খলীফার জন্য  
নির্দিষ্ট থাকবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সেরাপে উচ্চেষ্ঠিত পাঁচ শ্রেণীর মাঝে তিনি তা বন্টন করবেন। নবী করীম (সাঃ) এর  
অংশ দরিদ্র মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যয় করা হতো। তিনি স্বয়ং একান্ত অনাড়ুবর ও অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ইমাম মালিক  
(রহঃ) এর মতে সমবন্টন অপরিহার্য নয়। বন্টনের কাজ ইমামের হাতে ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। তিনি সময় ও অবস্থাতে প্রয়োজনমত  
ভাগ করে দিবেন।

হয়রত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর চার রাশেদ খলীফার যুগেও একপ পদ্ধতি বা নিয়মই প্রচলিত ছিল। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সৈনিকদের  
মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো। তারা বেতনভুক্ত ছিল না। এমনকি সাধারণত তারা নিজেরাই যুদ্ধের খরচ বহন করতো। এটা ছিল সেই  
সময়ে বিরাজমান অবস্থা মোকাবিলার জন্য গৃহীত জরুরী ব্যবস্থা। কারণ তখন কোন নিয়মিত বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিল না এবং  
কোন নিয়মিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ছিল না। নিকটাত্ত্বায় বলতে হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবের সকল বংশধরকে বুঝায়, যারা যাকাত  
থেকে উপকৃত হতে পারতো না।

১১২৩। 'ফুরকান দিবস' বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনটিকে বুঝায়।

১১২৪। বদরের প্রান্তরের তিনটি দলের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক এক চিত্র এ আয়াত তুলে ধরেছে। মুসলমানরা মদীনার  
নিকটবর্তী অবস্থানে ছিল, মক্কার সৈন্যবাহিনী শহর থেকে আরো দূরে অবস্থান করছিল এবং মক্কাবাসীদের সওদাগরী কাফেলা যা সিরিয়া  
থেকে আসছিল, তা সমুদ্রের উপকূলের দিকে ছিল। আয়াতের বর্ণনা হলো, মুসলমানদের উপর যদি যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করার বিষয়টি  
ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে নিশ্চয় তারা মতভেদ করতো এবং প্রথম সংঘর্ষের দিনটিকে স্থগিত রাখাই পছন্দ করতো। কেননা সেই সময়ে  
তাদের বিবর্ণে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অত্যধিক দক্ষ ও সুসজ্জিত শক্তিসেনাকে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করার জন্য তারা নিজেদেরকে  
যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ শক্তিশালী নির্দশন প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ সংঘর্ষ ঘটিয়েছিলেন।

১১২৫। আল্লাহ তাআলা চূড়ান্তভাবে স্থির করেছিলেন যে মক্কাবাসীদের পরাজিত হওয়া উচিত।

৪৪। (শ্বরণ কর) <sup>كَ</sup>আল্লাহ্ যখন তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদেরকে (সংখ্যায়) কম<sup>۱۱۲۶</sup> দেখাছিলেন। আর তিনি যদি তোমাকে তাদের (সংখ্যা) বেশি করে দেখাতেন তবে (হে মু’মিনরা!) তোমরা অবশ্যই ভীরুতা দেখাতে এবং নিশ্চয় তোমরা এ বিষয়ে (অর্থাৎ যুদ্ধের বিষয়ে) পরম্পর মতবিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদেরকে) রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় তিনি মনের গোপন কথা ভালভাবে জানেন।

৫  
[৭]  
১

৪৫। আর (শ্বরণ কর যুদ্ধের ময়দানে) যখন তোমরা সামনাসামনি হলে তখন তিনি তাদের সংখ্যাকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও<sup>۱۱۲۷</sup> তোমাদেরকে সংখ্যায় কম করে দেখাছিলেন যাতে একটি অবধারিত বিষয় আল্লাহ্ মীমাংসা করে দেন। আর <sup>‘</sup>সব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহরই হাতে।

৪৬। <sup>ث</sup>হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন কোন সেনাদলের মুখোমুখী হও তখন দৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি শ্বরণ করবে যেন তোমরা সফল হতে পার।

৪৭। আর <sup>ك</sup>আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরম্পর ঝগড়াবিবাদ করো না<sup>۱۱۲۸</sup>। নতুনা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতাপ লোপ পাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

★ ৪৮। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা (তাদের কাজ সম্পর্কে) অহংকার করতে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়িয়ার থেকে বের হয়েছিল এবং তারা আল্লাহর পথে যেতে (লোকদের) বাধা দিয়েছিল।

দেখুন : ক. ৩৪১৪; খ. ৩৪১৪; গ. ২৪২১১; ৩৪১০; ৩৫৪৫; ঘ. ৮৪১৩; ৪৭৪৫; ঙ. ৩৩৪২; ৬২৪১১; চ. ৩৪৩৩; ৪৪৬০; ৮৪২১; ২৪৪৫৫।

১১২৬। বদর প্রান্তের অভিমুখে যাওয়ার পথে আঁ হযরত (সাঃ) কাশ্ফে প্রকৃত বিরাট বাহিনীকে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যরূপে দেখেছিলেন (জরীর, ১০ খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)। এর মর্ম এই ছিল যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাজয় বরণ করবে।

১১২৭। পূর্ববর্তী আয়াত শক্রসেনাদেরকে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট কাশ্ফে দৃষ্টিগোচর হওয়ার দিকে ইংগিত করেছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত যুদ্ধের ময়দানে তাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি নির্দেশ করছে। শক্রপক্ষ তাদের এক-তৃতীয়াংশ টিলার পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই কারণে মুসলমানরা তাদের প্রকৃত সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য দেখতে পাচ্ছিল। এছাড়া শক্ররা প্রকৃত অবস্থা জানতেও দেয়নি, এই ভেবে যে পাছে তায়ে অভিভূত হয়ে মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করে এবং লড়াই করতে অস্বীকার করে। উভয় পক্ষের এ ধারণার ফলে দু’দলই উৎসাহিত হয়েছিল এবং বিষম দন্ডে লিঙ্গ হয়েছিল। ফলে ফয়সালাকৃত বিষয়টি কার্যে রূপায়িত হলো—অর্থাৎ মক্কার কাফিরকূল কলঙ্কজনক ও সর্বনাশা প্রাজয় বরণ করলো। আরবী অভিধানে ‘কুলীলাম’ অর্থ ‘হীনবল’ ও রয়েছে- তফসীরে সুগ্রীব দ্রষ্টব্য।

১১২৮। ‘রিহন’-এর অর্থ অন্যান্য অর্থ ছাড়াও প্রভাব, শক্তি এবং বিজয়ও বুঝায় (লেইন)।

إِذْ يُرِيكُمُهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا،  
وَلَوْ أَزِكَّهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَ  
لَتَنَاكُّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلِكَنَّ اللَّهَ سَلَّمَ  
إِنَّهُ عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصَّدْورِ<sup>১</sup>

৫  
১

وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ لَا إِذْنَتِكُمْ فِي  
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ  
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ  
تُرْجِعُ الْأُمُورُ<sup>২</sup>

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَئَةً  
فَاثْبِتُوْا وَإِذْ كُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ<sup>৩</sup>

وَأَطِينُوهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنَازِعُوهُ  
فَتَفَشِلُوْا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاضْرِبُوْا  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ<sup>৪</sup>

وَلَا يَكُونُوْا كَالَّذِينَ حَرَجُوْا مِنْ  
دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرَيْأَهُمْ شَانِسٌ وَبَصْدُونَ

আর তারা যা করে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন।

عَنْ سَيِّئِلِ اللَّهِ وَمَا يَعْمَلُونَ  
مُحِيطٌ<sup>④</sup>

৪৯। আর (স্মরণ কর এক মানুষরূপী) <sup>ك</sup>শয়তান<sup>۱۱۲۹</sup> যখন তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, ‘আজ তোমাদের ওপর কোন মানুষ জয়ী হতে পারবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।’ এরপর দু’দল যখন মুখোমুখী হলো তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, ‘নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত।’ নিশ্চয় আমি তা দেখতে পাইছি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আমি <sup>৬</sup> অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি<sup>۱۳۰</sup>। আর আল্লাহ কঠোর <sup>[৪]</sup> ২ শাস্তিদাতা।’

وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنَ أَعْمَالَهُمْ وَ  
قَالَ لَأَغَايِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّارِ وَ  
إِنِّي جَاءُكُمْ فَمَتَّعْرِفُ بِالْفَيَّثِنِ تَكَصَّ  
عَلَى عَقْبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بِرِيَّةٌ مُّشْكُمٌ إِنِّي  
آذِي مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَأَنَّهُ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>④</sup>

৫০। (স্মরণ কর) <sup>ج</sup>মুনাফিকরা ও ব্যাধিগত হৃদয়ের লোকেরা যখন বলেছিল, ‘এ (মুসলমানদেরকে) এদের ধর্ম ধোঁকা দিয়েছে।’ অথচ যে-ই <sup>ج</sup>আল্লাহর ওপর ভরসা করে (সে জেনে যায়) নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْجَزِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُوَ لَهُمْ<sup>۴</sup> يُنْهِمُهُمْ وَ  
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>④</sup>

৫১। হায়! তুমি যদি দেখতে পেতে ফিরিশ্তারা যখন কাফিরদেরকে মৃত্যু দেয়ার সময় <sup>ج</sup>তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করবে এবং (বলতে থাকবে), ‘তোমরা <sup>ج</sup>দহনের আয়াবের স্বাদ ভোগ কর।

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الْجَزِينَ كَفَرُوا  
الْمَلَئَكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ  
آذِبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ  
الْحَرِيقِ<sup>④</sup>

৫২। এযে<sup>۱۳۱</sup> তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল। আর নিশ্চয় <sup>ج</sup>আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেও অবিচার করেন না।

ذَلِكَ بِحَاقَّ مَثَابَيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَيْسَ بِظَلَامٍ<sup>۴</sup> لِلْعَيْمَرِ

দেখুন- ক. ৬৪৪; ১৬৪৪; ২৭৪২৫; ২৯৪৪; খ. ১৪৪২৩; ৫৯৪১৭; গ. ৩৩৪১৩; ঘ. ৯৪৫১; ১২৪৬৪; ১৪৪২১; ৩৩৪৪; ৬৫৪৪; ঙ. ৪৭৪২৮; চ. ৩৪১৮২; ২২৪১০; ছ. ৩৪১৮৩; ২২৪১১; ৪১৪৪।

১১২৯। এ আয়াতে সুরাকা বিন মালিক বিন জুশামের প্রতি ইঁগিত করা হয়েছে। সে মক্কার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উভেজিত করেছিল, কিন্তু পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মক্কার সেন্য বাহিনী তখনো মক্কাতে অবস্থান করাচ্ছিল, তখন কুরায়শ সর্দারদের অনেকে ভীতি প্রকাশ করেছিল যে কুরায়শদের শক্ত পক্ষীয় বনু কানানাহ গোত্রের একটি শাখা বনুবকর, তাদের অনুপস্থিতিতে অপ্রত্যাশিতভাবে মক্কা অধিকার করতে পারে অথবা মক্কার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। বনু কানানাহর এক সর্দার সুরাকা কর্তৃক এ ভীতি অপনোদন করা হয়েছিল। তার গোত্রের লোকেরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না বলে সে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল (জাবীর, ১০ খন্দ, ১৩ পঃ)।

১১৩০। যখন সুরাকা মুসলমানদের সুদৃঢ় সংকল্প দেখলো তার মনে ভীতির সংশ্লেষণ হলো। কারণ মুসলমানদেরকে দেখে তার প্রত্যয় জন্মেছিল তারা হয় জয়ী হবে নয় মৃত্যু বরণ করবে। ওতবাহ এবং ওমেইর বদর প্রাত্মরে একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল এবং মক্কাবাসীদেরকে বলেছিল যে মুসলমানদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা ‘মৃত্যুর অব্রেষ্টি’ অর্থাৎ তারা যেন মরণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল (তাবারী)।

১১৩১। ‘মালিকা’ অর্থে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শাস্তি বুঝাচ্ছে।

৫৩। <sup>ك</sup>(তোমাদের অবস্থা)<sup>১১৩১-ক</sup> ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছিল। অতএব আল্লাহ<sup>ه</sup> তাদের পাপের জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ<sup>ه</sup> মহাশক্তিধর (ও) কঠোর শাস্তিদাতা।

৫৪। এর কারণ হলো, <sup>ك</sup>আল্লাহ<sup>ه</sup> কোন জাতিকে কোন নেয়ামত দান করলে তিনি ততক্ষণ তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে<sup>১১৩২</sup>। আর নিশ্চয় আল্লাহ<sup>ه</sup> সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

৫৫। <sup>ك</sup>(তোমাদের অবস্থা) ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলী<sup>১১৩৩</sup> প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব আমরা তাদের পাপের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। আর আমরা ফেরাউনের জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আর তারা সবাই ছিল যালেম।

★ ৫৬। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব তারা <sup>ك</sup>যারা অকৃতজ্ঞ। অতএব তারা ঈমান আনবে না,

৫৭। (অর্থাৎ) তারা, যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ<sup>১১৩৪</sup> হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিবারই তাদের <sup>ك</sup>অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে না।

৫৮। অতএব তুমি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারলে (সমুচিত শিক্ষা দেয়ার) মাধ্যমে তাদের পেছনের লোকদের ছত্রভঙ্গ<sup>১১৩৫</sup> করে দিবে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

দেখুন : ক. ৩৪১২; ৮৪৫৫; খ. ১৩৪১২; গ. ৩৪১২; ৮৪৫৩; ঘ. ৮৪২৩; ৯৪৪৭; ঙ. ২৪২৮।

১১৩১-ক। 'দাব' অর্থ অভ্যাস, স্থিতি-নীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

১১৩২। এ আয়াতে একটি সাধারণ ঐশ্বী-নিয়ম সহস্রে বলা হয়েছে। আল্লাহ<sup>ه</sup> তাআলা কোন মানব গোষ্ঠীকে তারা নিজেরা প্রথমে তাদের অবস্থাকে অবনতির দিকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্বে প্রদত্ত তাঁর কোন অনুগ্রহ থেকে বস্তি করেন না।

১১৩৩। আয়াত অর্থ সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, নির্দর্শন, কুরআনের আয়াত বিশেষ (লেইন)।

১১৩৪। তারা বারংবার তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ<sup>ه</sup> তাআলার নামে গৃহীত চুক্তির অর্মান্দা করে।

১১৩৫। আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অন্ত্র ধারণ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্ত্র ধারণের প্রয়োজন হলে অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে লড়তে হবে এবং শর্করকে সাহসিকতার সঙ্গে আঘাত হানতে হবে যাতে তাদের মনে আসের সৃষ্টি হয়। দুর্বল ও বিলম্বিত কৌশলে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতার কাজ নয়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তাহলে তা দ্রুত এবং চরমভাবে করা উচিত।

كَذَابٌ أَلِ فِرْعَوْنٌ وَالْأَذْيَنَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ  
بِمَا تُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَرِيكٌ  
الْعَوَاقِبُ<sup>১৩</sup>

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً  
أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنفُسِهِمْ وَآتَانَ اللَّهَ سَوْءَمَعَ عَلِيهِمْ<sup>১৪</sup>

كَذَابٌ أَلِ فِرْعَوْنٌ وَالْأَذْيَنَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ  
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِمَا تُؤْمِنُونَ وَأَغْرَقْنَا  
أَلِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ گَانُو اظْلِمِينَ<sup>১৫</sup>

إِنَّ شَرَّ الدُّوَّابِ ۝ إِنَّهُ اللَّهُ الْأَزِيْنَ  
كَفَرُوا فِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>১৬</sup>

أَلَّا يَأْنَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ شَمَيْثَنْقُضُونَ  
عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقْبُونَ<sup>১৭</sup>

فَإِمَّا تَشْقَقْنَهُمْ فِي الْحَرَبِ فَشَرِدُ  
بِهِمْ مَنْ خَلَقْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ<sup>১৮</sup>

৫৯। আর কোন জাতির পক্ষ থেকে তুমি চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা  
৭ করলে তাদের সাথে তা-ই কর যা তারা করেছে। নিশ্চয়  
[১০] <sup>৫</sup>আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।<sup>১১৩৬</sup>

وَإِمَّا تَحَاوَلْ مِنْ قُوَّةٍ خِيَانَةً فَأَنْبِئْ  
رَأْلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ دِرَانَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ<sup>৫</sup>

৬০। আর <sup>৫</sup>যারা অস্বীকার করে তারা জিতে গেছে বলে যেন  
কখনো মনে না করে। নিশ্চয় তারা (আল্লাহ্ উদ্দেশ্য) ব্যর্থ  
করতে পারবে না।

وَلَا يَخْسِبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا  
إِنَّهُمْ لَا يُغَيِّرُونَ<sup>৬</sup>

৬১। তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি<sup>১১৩৭</sup> সংহত করে এবং  
সীমান্ত সুরক্ষিত<sup>১১৩৮</sup> করে তোমরা <sup>৬</sup>তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি  
নিও। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ শক্তি ও তোমাদের শক্তিকে  
ভীতসন্ত্রস্ত করে দিবে। এদের ছাড়া অন্য আরেক দলকেও  
(ভীতসন্ত্রস্ত করবে) যাদেরকে তোমরা না চিনলেও আল্লাহ্  
চিনেন<sup>১১৩৯</sup>। আর <sup>৫</sup>তোমরা যা-ই আল্লাহ্ পথে খরচ করবে  
তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের  
প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

وَأَعِدُّو لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ  
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ  
دُولَتِهِمْ ۝ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۝ أَللَّهُ  
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَافِقُ إِلَيْكُمْ وَآتَيْتُمْ  
كُلَّ ظَلَمَوْنَ<sup>৭</sup>

৬২। আর তারা সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তুমি ও এর জন্য হাত  
বাড়িয়ে দিও<sup>১১৪০</sup> এবং আল্লাহ্ ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়  
তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلَّسْلُوْمِ فَاجْنِحْ لَهُمَا  
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ<sup>৮</sup>

দেখুন : ক. ৪৪১০৮; খ. ৩৪১৭৯; গ. ৩৪২০১; ঘ. ২৪২৭৩; ৯৪১৭১; ৬৪১১৮; ৬৫৪৮।

১১৩৬। যাদের সঙ্গে মুসলমানরা চুক্তিবন্ধ হয়েছে এমন কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদেরকে সুপ্রতিভাবে জানিয়ে  
দেয়া উচিত যে উক্ত চুক্তি-নামা অকার্যকর হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা আক্রান্ত হলে তাদের সকল শক্তি দিয়ে তারা লড়াই করবে। কিন্তু  
কোন অবস্থাতেই মুসলমানরা অতর্কিত আক্রমণ করতে পারবে না। ‘আলা সাওয়াইন’ অর্থ সমতার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এরপ্রভাবে যে  
প্রত্যেক পক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে তারা নেতৃত্ব বা আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত।

১১৩৭। ‘কুণ্ডওয়াহ’ শব্দের দ্বারা সকল প্রকার যুদ্ধ করার মুসলমানদের আয়তে যত প্রকার শক্তি আছে সবই বুঝায়।

১১৩৮। ‘রিবাত’ অর্থের জন্য ৫৫৪-৫৫৫ টাকা দেখুন।

১১৩৯। আয়াতের মাঝে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে কার্যকর প্রস্তুতি যুদ্ধের প্রতিরোধক এবং তাদেরকে আরো নির্দেশ  
দেয়া হয়েছে, তারা কেবল দেশের অভ্যন্তরেই যথেষ্ট শক্তি বা বাহিনী রাখবে না, বরং সীমান্তেও প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রাখবে। বুদ্ধিমত্তায়,  
বিশ্বাসে এবং কর্মচাপ্তগ্রহে নিজেদেরকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যে যুদ্ধের স্থান থেকে বহু দূরবর্তী এলাকার শক্তিরাও যেন এরপ্রভাবে  
প্রভাবিত হয় যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল চিন্তা-ভাবনা তারা ত্যাগ করে। যুদ্ধের ব্যাপারে মুক্তহস্তে প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ  
করার জন্যেও আয়াতটি নির্দেশ দিয়েছে। মনে হয় এটা মু’মিনদের জন্য হৃশিয়ারী এবং ভবিষ্যদ্বাণীও। ভবিষ্যদ্বাণীটি হচ্ছে আরবের  
গোত্তুলিকেরাই শুধু মুসলমানদের শক্তি নয় বরং অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাদের ওপর অদ্বৰ্য ভবিষ্যতে আক্রমণ করতে পারে।  
বাইজানটাইন এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রতি এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ইংগিত করেছিল। নবী করাম (সাঃ) এর ইন্দিকালের পর পরই  
মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

১১৪০। সক্ষি-চুক্তি সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও ইসলাম কর্তৃক গৃহীত সকল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের উপর এ আয়াত  
প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছে। মুসলমানরা কখনো শক্তি প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম প্রাহ্লণ করার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় প্রাহ্লণ করেনি, বরং শান্তি  
টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। আর তারা তোমাকে ধোকা দিতে চাইলে মনে রাখবে নিশ্য আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্যে এবং মু'মিনদের মাধ্যমে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

৬৪। আর <sup>٤</sup>তিনিই তাদের হৃদয়কে পরস্পর (ভ্রাতৃ বন্ধনে) বেঁধে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর সব কিছুও ব্যয় করতে তবু তাদের হৃদয়কে এভাবে (প্রীতির বন্ধনে) বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের (হৃদয়কে) পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন। নিশ্য তিনি মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৬৫। হে নবী! <sup>٥</sup>আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী  
[৬] ৪ মু'মিনদের জন্যও যথেষ্ট।

৬৬। হে নবী! <sup>٦</sup>তুমি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাক। তোমাদের মাঝে কুড়িজন<sup>১৪১</sup> দৃঢ়চেতা (মু'মিন) থাকলে তারা দু'শ (কাফিরের) বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে একশ'জন (দৃঢ়চেতা মু'মিন) থাকলে অস্বীকারকারীদের এক হাজার জনের বিরুদ্ধে এরা জয়ী হবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বুঝে না<sup>১৪২</sup>।

৬৭। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা আপাতত লাঘব করে দিয়েছেন। কেননা তিনি জানেন তোমাদের মাঝে (এখনো) কিছু দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের মাঝে একশ'জন দৃঢ়চেতা (মু'মিন) থাকলে তারা দু'শ (কাফিরের) বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে এক হাজার (দৃঢ়চেতা মু'মিন) থাকলে তারা আল্লাহর আদেশে দু'হাজার (কাফিরের)<sup>১৪৩</sup> বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ্ দৃঢ়চেতাদের সাথে আছেন।

দেখুন ৪ ক. ৮৯৬৫; খ. ৩৯১০৪; গ. ৮৯৬৩; ঘ. ৪৯৮৫।

স্থাপনের জন্যই যুদ্ধ করেছিল। কোন দল যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সন্ধির প্রস্তাব দিত তাহলে তা প্রত্যাখ্যান না করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। এমনকি শক্তির এ আবেদনের মতলব যদিও বা প্রতারণা এবং কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যেই হতে পারতো। এতেই প্রতিপন্থ হয় জাতিসমূহের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম কতদূর অগ্রসর হয়েছিল।

১১৪১। এ আয়াত থেকে জানা যায়, যুদ্ধের নিমিত্তে ছোট ছোট দল গঠন করতে হলে এর প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ২০ জন থাকতে হবে।

১১৪২। কারণ তারা ভাড়াটে সৈনিক এবং তারা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করে তার সত্যতা অনুধাবন করে না। তারা এর জন্য আস্তরিক উৎসাহ অনুভব করে না। অথবা এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে তাদের কোন উচ্চতর আদর্শ নেই যার অনুসরণ তারা করতে চায়।

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ  
حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الْأَذْيَى أَيَّدَكَ  
بِتَصْرِفَةٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْا نَفَقْتَ مَا فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ  
قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ  
إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى  
الْقِتَالِ إِنَّمَا يَعْلَمُ مِنْكُمْ عَشْرُونَ  
صَاحِرُونَ يَغْلِبُوا مَا يَتَّقَيُّونَ وَإِنَّ  
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا  
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَفْقِهُونَ ﴿٩﴾

أَلْئَنَ حَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ  
فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مِنْكُمْ مَا  
صَاحِرُهُ يَغْلِبُوا مَا يَتَّقَيُّونَ وَإِنَّ  
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ  
إِنَّمَا يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠﴾

৬৮। দেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ<sup>১৪৪</sup> না হওয়া পর্যন্ত কেবল নবীর পক্ষে কাউকে বন্দী করা সঙ্গত নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ চাছ অথচ আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকালের কল্যাণ চাচ্ছেন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرَى  
حَتَّىٰ يُنْذِنَ فِي الْأَرْضِ مُتَرِيدًا  
عَرَضَ الدُّنْيَا إِلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>১৪৫</sup>

৬৯। আল্লাহ্ পক্ষ হতে যদি (তোমাদের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণের) বিধান পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকতো<sup>১৪৫</sup> তবে তোমরা (বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে) যা গ্রহণ করেছ<sup>১৪৫-ক</sup> এর পরিগতিতে অবশ্যই এক ভয়ানক আয়াব তোমাদেরকে জর্জরিত করতো।

لَوْلَا كَتَبَ رَبُّكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ سَبَقَ لِمَسْكُمْ فَيَمَّا  
أَخْذَتْ مُنْعَذَةً بَعْظَيْمَ<sup>(১)</sup>

৭০। সুতরাং<sup>১</sup> যুদ্ধলুক সম্পদরূপে তোমরা যা-ই পাও তা [৫] থেকে হালাল ও পরিত্র বস্তু থেও এবং আল্লাহ্ তাকওয়া  
অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার  
কৃপাকারী।<sup>৫</sup>

فَكُلُّهُ أِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَّا طَيْبَاتٍ وَّأَنَّقُوا  
اللَّهُ رَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>(২)</sup>

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তুমি তাদের বল, ‘আল্লাহ্ তোমাদের অস্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণরূপে) যা নেয়া হয়েছে<sup>১৪৬</sup> এর চেয়ে উত্তম (কিছু) তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমাও করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيهِكُمْ  
مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ  
خَيْرٌ أَيُّؤْتَكُمْ خَيْرًا مَّا أَخْذَ مِنْكُمْ  
وَيَغْفِرُ لَكُمْ هُوَ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>(৩)</sup>

দেখুন : ক. ৪৭৫; খ. ৪৯৫; গ. ৮৪২।

১১৪৩। এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতটিকে রদ করা বুঝায় না। দু'টি আয়াত মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন অবস্থার প্রতি ইংগিত করে। শুরুতে তারা রণ-শৈলীতে দুর্বল, নগণ্যভাবে সজ্জিত এবং অদক্ষ ছিল। এমন দুর্বল অবস্থায় তারা কেবল তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই কৃতকার্যতার সঙ্গে লড়তে পারতো। কিন্তু কালক্রমে তাদের সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং সামরিক সম্ভাবনা প্রভৃত উন্নত হওয়ার ফলে দশ শুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তদলকে পরাজিত করতে সক্ষম ছিল। বদর, ওহদ এবং খন্দকের যুদ্ধগুলোতে উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার অসমতা ক্রমশঁই বেড়ে চলছিল, তাসত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সফলতার সঙ্গে বজায় রেখেছিল। ইয়ারামুকের যুদ্ধ পর্যন্ত ৬০,০০০ মুসলমান সৈন্য শক্তির ১০ লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিল।

১১৪৪। এ আয়াত সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে যে রায়িতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হলে বন্দী রাখা সমীচীন নয়। এ ব্যবস্থা দাসপ্রথার মূলেওপাটন করেছে। ইসলাম ধর্মকে ধ্রুব করার জন্য যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাজিত হয়, শুধু মাত্র তাদেরকেই কয়েদ করা যেতে পারে। ২৭৩৯ টীকাও দেখুন।

১১৪৫। আয়াতের এ উক্তি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদাকৃত ঐশ্বী-সাহায্যের প্রতি ইংগিত করছে (৮৪ ৮-১০)।

১১৪৫-ক। যুদ্ধ-বন্দী উদ্ধারকল্পে যুক্তি-পণের প্রথা পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। এ স্থানে যে বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে তা হলো কেবলমাত্র যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই যুদ্ধ-বন্দী রাখা চলবে।

১১৪৬। বদরের যুদ্ধে আঁ হযরত (সাঃ) এর চাচা আববাসকে কয়েদ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকটে এসে এ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাআলার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বন্দীদের নিকট হতে যুক্তি-পণ হিসাবে যা নেয়া হয়েছিল তা থেকেও বেশি কয়েদীকে ফেরৎ দেয়াই বিধেয় হবে এবং এ প্রেক্ষিতে আববাস (রাঃ) তাঁর ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানালেন। রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন (জরীর, ১০ম খণ্ড, ৩১ পঃ)।

★ ৭২। আর তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে (মনে রাখবে) তারা ইতোপূর্বেও আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের অসহায় করে দিলেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

★ ৭৩। <sup>١</sup>যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে নিচয় এরাই একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন রকম বন্ধুত্ব করা তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। আর ধর্মের ব্যাপারে তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যকর্তব্য। তবে এ (সাহায্য) যেন এমন কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ রয়েছে<sup>১৪৭</sup>। আর তোমরা যা কর আল্লাহ (তা) পুরোপুরি দেখেন।

৭৪। আর যারা অস্বীকার করে তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা এ (আদেশ) পালন না<sup>১৪৮</sup> করলে পৃথিবীতে এক নৈরাজ্য ও বড় ধরনের বিশ্বংখলা সৃষ্টি হবে।

৭৫। আর <sup>٢</sup>যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এরাই প্রকৃত মু'মিন (এবং) এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়ক।

وَإِن يُرِيدُوا خَيْرًا نَتَّلَكْ فَقَدْ حَانُوا  
اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَآمَكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيهِمْ حَكِيمٌ<sup>(٤)</sup>

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا هَا جَرُوا وَجَاهُدُوا  
بِمَا مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَيِّئِ الْأَيْمَانِ  
وَالَّذِينَ أَوْدَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ  
أَذْلَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَمْ  
يُهَاجِرُوا مَا كَحْمَنْ وَلَا يَتَهْمِمْ مِنْ  
شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جَرُوا وَإِنِّي  
أَشَتَّنَصَرُوكُمْ فِي الْأَيْمَانِ فَعَلَيْكُمْ  
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مُّيَشَّاقٌ وَاللَّهُ يُمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>(٥)</sup>

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَذْلَيَاءُ بَعْضٍ طَرَالٌ  
تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ  
كَثِيرٌ<sup>(٦)</sup>

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا هَا جَرُوا وَجَاهُدُوا فِي  
سَيِّئِ الْأَيْمَانِ وَالَّذِينَ أَوْدَوْا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ حَرِيمٌ<sup>(٧)</sup>

দেখুন ১: ক. ২৪২১৯; ৯৪২০; ৬১৪১২; খ. ২৪২১৯; ৯৪২০; ৬১৪১২।

১১৪৭। এ আয়াত এরূপ নীতি প্রতিষ্ঠিত করে, যে সকল মুসলমান একই দেশে এবং একই প্রশাসনের অধীনে বাস করে তারা মুহাজির হোক বা আনসার প্রয়োজনের সময় একে অন্যের সাহায্য সহায়তা করতে বাধ্য। কিন্তু যে সকল মুসলমান মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে হিজরত করে না তারা পূর্বোল্লিখিত সাহায্যের উপর কোন অধিকার রাখে না। কিন্তু ধর্মের কারণে যদি তারা নির্যাতিত হয় সেই অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবে তারা যদি শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলমান সরকারের অধীনে অধিবাসী হয় সেই অবস্থায় তারা কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাবে না, এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একমাত্র খোলা পথ অমুসলমান দেশ হতে হিজরত করা।

১১৪৮। মুসলমানরা যদি উপযুক্ত নীতির অনুসরণ না করে তাহলে দেশে যুলুম, অত্যাচার এবং বিশ্বংখলা বিরাজ করবে।

৭৬। আর যারা পরবর্তীতে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে  
 [৩] এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে এরাও তোমাদের  
 [৪] অন্তর্ভুক্ত এবং <sup>৪</sup>রক্ষসম্পর্কের কোন কোন আঞ্চীয়<sup>১৪৯</sup> আল্লাহ'র  
 ১০ বিধান অনুযায়ী একে অন্যের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।  
 [৫] ৬ নিশ্চয় আল্লাহ' সব বিষয় ভালো করেই জানেন।

وَالَّذِينَ أَمْنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَا جَرِزاً وَ  
 جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مَثْنَمْ هَذِهِ  
 أُولُو الْأَزْحَافِ بِعِظْمَهُمْ أَذْلَى بِتَعْصِي  
 فِي كِتْبٍ اثْلَوْتُ إِنَّ اللَّهَ يُكْلِ شَيْءٍ  
 عَلَيْهِمْ<sup>⑤</sup>

দেখুন : ক. ৩৩:৭।

১১৪৯। যেহেতু ৭৩ আয়াতে সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নবী করীম (সা:) মদীনায় মুহাজির  
 ও আনসারদের মাঝে এক প্রকার ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অতএব পরম্পরের মাঝে তুল বুবা-বুবি সৃষ্টি হতে পারতো যে তারা একে  
 অন্যের সম্পত্তিতে অংশীদার। সুতরাং এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবলমাত্র রক্ষ সম্পর্কের আঞ্চীয় সম্পত্তির উভরাধিকারী হবে এবং  
 অন্যান্য মুসলমান শুধু ঈমানের ক্ষেত্রে ভাই ভাই, কিন্তু উভরাধিকারী হবে না।